প্রকাশক : ফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রচ্ছদ : বিপুল গুহ

প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪

সূচীপত্র

সূচীপত্র

একটি বাজনা গাছ

সে যেন আরম্ভ হল এইমাত্র
মেঘঝোরা ঘিরেছে শ্যাওলা
পাথরের কথা বলা বনভূমি—
কেশর ফাটানো ফুল
তাম্ররেখা
স্ফুলিঙ্গের মতো ওড়ে রেণু।

ধু ধু শব্দে চারদিক কেঁপে ওঠে...
অনেক গ্রীষ্মের শেষে তোমাদের আমলকী বাগানে
জংধরা শিকল জড়ানো পরিত্যক্ত কুয়ো—
বহু দূরে
লুপ্ত বালিকার চাউনির মতো চুপ জল,
আকন্দ পাতায় কাঁপা হালকা কর্পূর কণা কণা
আবছায়া তারাফুটকি সাপ।

আলতো সবুজ ঝিঁঝি থোকা থোকা
সমস্ত গা গুঞ্জরনময় একটি বাজনা গাছ
গোল ফোয়ারার মতো আকাশের নিচে
সে যেন আরম্ভ হল এইমাত্র।

নেই ফুল নেই গাছ

পাশাপাশি দুটো মার্বেল পাথরের হ্রদে
সোনার মুকুট আর ১২ই এপ্রিলের দিন
ডুবিয়ে রাখলে
বরং কম জল উপচে পড়ছে দ্বিতীয়টা থেকে—
ভেজো কি না ভেজো, এত দামী!

হাওয়া রঙের গম্বুজের দরজা খুলে গেল
তোমার জন্যে—
রেখা ভেঙেচুরে বাইরে বেরিয়ে এসে টলটল করে
তিশানের নারী,
অ্যারিস্টটল এসে সঙ্গ দিচ্ছেন প্রায়ই আজকাল,
প্রজাপতিখণ্ডের মতো আকাশ আটকে থাকে সার্সিতে, চোখে।

জায়ফল জয়িত্রী রঙের ঝকঝকে স্বাস্থ্য
ধুয়ে দিচ্ছে ভিতর পর্যন্ত,
সুরে পাওয়া বাঁশি যেন লম্বা লম্বা পাতার সবুজ দাগ
গাঢ় হয়ে বসে গেছে চামড়ার নিচে,
রক্তের সঙ্গে তুলনাই হয় না
শিশুর ফুসফুসের চেয়েও লাল ফুলের ডৌল
ছাপ ফেলেছে তোমার মধ্যে

অথচ কোথাও নেই ফুল নেই গাছ।

যুবকের স্নান

আলুথালু ধাপ ভেঙে
স্নান করতে নেমেছে ছেলেটি
পাহাড়ী সুড়ঙ্গে বাজনা বাজে
গাছের জরায়ুকোণ থেকে
অগ্নির রঙিন বিন্দু ছিটকে পড়েছে ঝরনায়

সে গড়িয়ে যায় স্রোতে কেঁপে কেঁপে
আচমকা ছাড়া পেয়ে
ছিলেটানা একটি উজ্জ্বল তার

আবিষ্ট যৌবনা জল উড়ে এসে
ভেঙে দেয় তাকে
ভেঙে ভেঙে নিয়ে যায়
সাদা পাথরের প্রাকৃতিক কারুকাজ
ঘুমন্ত ঊরুর একখানি
স্তব্ধ গর্ভে
টেনে নিল দূর পাহাড়ের জন্মদেশ

মিশে আছে সে সূর্যের স্মৃতি অলসতা
পাতায় পাতায় ঢাকা ঘন বনজঙ্গলের মেঘ।

মোমের ফুলকি

কোনোদিন সন্ধ্যাবেলা ইলেকট্রিক বাতি নিবে গেলে
দেবাঞ্জলি ছুটে এসে
ঘরে জেবলে দিয়ে যায় গাঢ় সাদা মোম
টুপটাপ টুপটাপ হালকা ঝরে পড়ে—
হাওয়ার ফুলদানি ধরে আছে কত আবছা মূর্তি
কুমারী মেরীর স্নিগ্ধ দু-চোখের ভিজে পাতা,
গাব্রিয়েল দূতের আদল,
কপিলাবস্তুর সেই সদ্যোজাত শিশুটির হাসির ফুলকি
টানা টানা পাথরের ঋজু বৃষ্টিরেখা,
ভূমধ্যসাগরে ফোটা নাতি-শীত-উষ্ণ টাটকা
বোঁটাহীন ফল ভেসে আসে
টুলটুলে সরস্বতী গড়ে ওঠে
ভুল হয় বীণাটি কলম।

চাঁদের পরীটি যেন শিল্পী দেবাঞ্জলি
শুক্লাভ উজ্জ্বল মোমবাতি
টুপটাপ টুপটাপ সন্ধ্যাবেলা পুতুল বানায়,
কোনোটা সম্পূর্ণ নয়,
আমাকেও সৃষ্টি করে—
আমি তার হাতে তৈরী কাঁচা এক ভাস্কর্যের ছবি।

ঝরনা সহস্রধারা

অদর্শন কিছু নয়,
তোমাকে দেখার ইচ্ছে শুধু আমারই কি?
বাঁশিটির তরুণ নিশ্বাস
ফুঁ দিয়ে সরায় জল, চলকানো রোদ।
হাওয়া, সে তো তোমার বলয়ে খেলা করে।

মাথার ওপরে নীল খনি কেটে তুলে আনি
পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট তামা
দপ করে জ্বলে ওঠে ফাল্গুনের আমগাছ
আর আমি জাহাজ নিরালা ভেসে যাই
রাস্তা দিয়ে—
হাত বাড়াই, ছুঁয়ে দেখি
ল্যাম্পপোস্টের লতাপাতা
এক একটি বাঁকে গোল এক একটি ফুল
আলো নয়, আমি জানি
খাপছাড়া অপূর্ব বাগানে একা একলা ঘুরি।

প্রায় আকাশের ঢঙে
ভুতুড়ে বাড়ির চোখ বোঁজা জানালায়
দাঁড়ালেই দেখি
কিছু নিচে
শলমা চুমকি আঁকা নিঃসঙ্গ চাদর ওড়ে
সুচলো গাছের বনময়।
কে ওখানে শুয়ে থাকে, ঘুমে
উজ্জ্বল ত্বকের মতো কার
ঝরনা সহস্রধারা, তার পাশে
ফোঁপানো বাতাসে কাকচক্ষু বালি
শিরশির করে ওঠে আচমকা হিমে
আর কি থাকছে বাকি?
অদর্শন কিছু নয়।

কিশোরীর ফুল

এত স্বল্পবাসা কিশোরীরা রাস্তায় এসেছে
তা কি করে সম্ভব?
সামনের দিকে ঘুম-ফ্রকের বোতাম খোলা
দেখা যাচ্ছে সবে ফোটা ফুল
হাওয়ায় ভাসছে খুব ফুরফুরে ঠাণ্ডা
আতপ্তকাঞ্চনরঙা ছোট্ট হালকা স্তন
ফুটকি ফুটকি কত সংখ্যাহীন আবছা হলুদকুচি মৃদু

অতসী গাছের চেয়ে কিছু বড়
একটি লাজুক গাছ হাতছানি দিয়ে ডাকে—
গোছা গোছা পাতাসুদ্ধু শাখাগুলি পাগলী কিশোরী
নতুন উজ্জ্বল স্তন উড়ুউড়ু ফিকে টিউ ফুল
ক'টি স্তন ক'টি বা কিশোরী
এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়...
গোনার আগেই
খেয়ালী ন' নম্বর দক্ষিণ-পূব দিকে
নিয়ে চলে গেল

আসমুদ্র ছাদ

অনেকদিন পরে আজ ভালো লাগল, ভারি ভালো লাগল—
সার্কাসের তাঁবু ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে
অসংখ্য উজ্জ্বল পশুমূর্তি
বসন্তের আবহাওয়ায়
রাশি রাশি লাল আতপ্ত গাছ উড়ে যাচ্ছে
দিগন্তহীন ছাদে
এত হাওয়া এত যৌবন কোথায় ছিল?

আফ্রিকার জঙ্গলের গুচ্ছ গুচ্ছ মাদক বিষাক্ত পাতা
ছড়িয়ে পড়ছে এদিক ওদিক,
আসমুদ্রস্পর্শী শিকড়ে টেনে নিতে চাইছে
অবচেতন,
এত অপরূপ যেন মায়া বনভোজন—
আমাদের বন্ধুরা ছুটোছুটি করছে
অমানবিক হাতে গড়া ধাতুমূর্তি
তাদের চুল উচ্ছ্বসিত হয়ে আছে
কাঁপছে তাদের অতলশায়ী বালকত্ব।

খাদের নিচ দিয়ে খনিজ সোনা ছড়ানো নদী
অবতল তোলপাড় করে উড়ে গেল, একদল অহিংস্র পাখি।
যেন পশমের আলুথালু বল
মাখমের সিংহের কেশর ধরে আদর করল
একটি সজীব হাত,
মিষ্টি লজেন্স সিংহের উচ্ছল দাঁত বসে গেল জানুতে।

সব খেলনার সব খুশি রঙের আরো অনেক পশু
আমি তাদের নাম জানি না
এত আদিম এত নতুন
ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি করতে লাগল সারা ছাদময় জঙ্গলে।

গভীর দুধমেশানো দার্জিলিং চায়ের
লিকারহীন স্নায়ুতৃপ্তিকর সুগন্ধ ও সবুজ
চাঙ্গা করে তুলল আমাকে হঠাৎ আজ
অনেকদিন পর এই বনভোজনের ঘটনা
পৃথিবীতে বোধহয় প্রথমবার।

বনে ত্রয়োদশী

আরোহীবিহীন কেন এসেছিলে চাঁদ
কেন ঘুরছিল বিরাট ফোয়ারা
তরল বাগান ঢেকে?
নিজে-বড়-হওয়া কোনো অগোচর হ্রদে
জ্যোৎস্নায় উচাটন আমি তো ছুটিনি
আলো শ্যাওলায় পাখা চৌচির মাছ।
বনের তলায় একলা এলিয়ে থাকি—
এক এক করে তেরোটি পর্ণে ভরে যায়
যত গাছ
আলাদা আলাদা ত্রয়োদশী চারিদিকে।

সব পাখিদের ধুকধুকি চুপ, রাতজাগা মেঘ দূরে ফিকে রেখা
উপে গেছে সাড়া শব্দ স্পর্শ
পৃথিবীর ঘোর গা থেকে ছায়াও,
ঘুমিয়ে কি জেগে হুঁশ নেই
দ্রুত গোল সাদা পাখা
উড়িয়ে কোথায় নিয়ে যাও বাঁধা চুল,
ভীতু ঠোঁট, বৃথা আঁখিপাত,
বন্ধ জানুর খাঁজ ও পাথর
আকাকে এখনো তুমি...

রথের বিকেল

হলদে সবুজ   লাল সাদা নীল   বিন্দুবিহীন
চাকায় ওড়া   ফানুস টলছে   মাটির ওপর
আকলাবাকলা   ছায়ার সারি   নিঝুম পথে
ঘূর্ণি পিদিম   বিকেলবেলা   চমকে চমকে   উঠছে মে
দূর থেকে দূর   দূরের মাঠে   ছড়িয়ে যাচ্ছে
বাজনাশিশু   কাঁসরঘণ্টা

রেললাইনের   রাস্তা ধরে   হাঁটতে থাকি
একলা ?
না, না—
ঐ ওপারে   হাওয়ায় আঁকা   চার-ছ'কোনা
ফানুস টলছে   মাটির ওপর
একটি পুতুল   দুটি পুতুল   দশটি পুতুল   টানছে দ

ঠাকুর দেখব—
দাঁড়িয়ে আছি   দাঁড়িয়ে আছি   কতক্ষণ যে   পার হয়ে যা
গয়না পরা   ফানুস খুলে   তিন অসমান   অশথ পা
চাকলা সোনা
আবছা আবছা   আবছা হয়ে
ঘুরতে ঘুরতে   দুলতে দুলতে   ডুবতে লাগল
আলোর মধ্যে।

ভাইবোন পুকুর

ভাইবোন পুকুরে নেমে
গা ডুবিয়ে একটি ডাকপাখি
ঘুমিয়েই পড়েছিল,
ও আমার বোন?

চূর্ণি কি মকরমাছ
পরীমালা দেবতার চন্ড কালো পাথরের মতো
একবার ওঠে, ডোবে
বনলেবুর নিশ্বাসে প্রশ্বাসে ম ম করে চারদিক
বাইন গাছের ডাল ঝুঁকে মুখ দেখে
মিষ্টি জলে
টৈটুম্বুর
আকাশে উপচে যায় ঠান্ডা রঙ।

আমি একলা ভাইবোন পুকুরে
পৈঠায় পা ছড়িয়ে বসে
একপণ দু'পণ হাওয়া গুনি ঢেউ গুনি
আঁজলা আঁজলা জল চোখে মুখে দিয়ে দেখি—
কে ভাই কে বোন।

তারার আলপিন

ফাগুন চোতের হাওয়া
কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যায়
বাঁ হাতে রেখেছে মাথা
ঘাসের বিছানা তার
চুপচাপ শুয়ে—
শুধু ছায়া, শুধু ছায়া
ছায়ার ফোয়ারা
ঝিঁঝির মতন গাছ গুনগুন করে
তারার আলপিন ঝরল
ছেলেটির খোলা চোখে
তা দেখে আমিও
পাতায় পাতায় ঘেরা হাঁসফুল
ফুটো করে ঢুকি।

এত অশরীরী তবু
আমাকে সে বাঁধে
আমিও আলোর মতো
আমার দেওয়াল, লম্বা বিচ্ছুরণ চাই
কেঁপে চলে যেতে থাকি
দূরে, দূরে, দূরে, শেষ দূরে..
কত যে সময় লাগে
কত যে সময় লাগবে আরো!

পেঁছব না কোনোদিন
পেঁছবে না কোথাও
ফাগুন চোতের হাওয়া
তারার আলপিন।

রোপওয়েতে একটি যুবতী

রোপওয়েতে একটি যুবতী
একটানা পরিমিত শূন্যতার খোপে বসে
ভেসে যেতে যেতে
দেখেছিল কত দূর
ভয়ংকর হিংস্র কালো নীহারিকা
উৎসমুখ ভেঙেচুরে অতর্কিত সবুজ ফাটল
থাক থাক পাহাড়ের
অসংগত খুব বেশী স্তব্ধ উঁচুনিচু
ঘোর হয়ে রক্ত জমে
কোন্‌খানে কালশিটে পড়ে আছে জঙ্গলের
দেখেছিল
ক্ষমা ভুলে যাওয়া শক্ত পিতার দু' হাত
কিভাবে আসছে নেমে,
গলা টিপে ধরে তার
তখন প্রচণ্ড রূপ চারদিকে
ভাসে জ্যোৎস্নার মতন সৌর মেঘ
তাকেও ভাসায়—

বোবা তন্ময়তাময় তার এই মূঢ় ডুবে থাকা
পাগলের নিষ্ঠুর অসূর্যম্পশ্য
ধাক্কা লেগে
মুগ্ধ হতবাক্‌ দেহ
সাঁ করে আছড়ে পড়ে
বহু নিচে
আকাশ চাঙড় ভেঙে হুড়মুড়
প্রতি শিরা উপশিরা নিঃশেষে হাঁ হয়ে
নষ্ট রক্ত ফিনিক ছিটকোয়
লুপ্ত বনজঙ্গলের থ্যাঁতলানো আঠা, পাপ
জৈব চাপচাপ জ্যোৎস্না
চুপিসাড় হাওয়া, অন্ধ
বড় ক্ষীণ সাংকেতিক!

আঁধার গিয়েছে ফেটে
বীজশূন্য ব্যথাশূন্য
তবুও প্রথম আলো দেখেছে সে,
মিটে গেছে সাধ।

শিল্পী নিরঙ্কুশ

পদ্মপুকুরের ধার, স্নিগ্ধ সরোবর থেকে
মাটি এনেছিল,
সুবর্ণরেখার স্রোত তিল তিল করে ছেঁকে
গড়ে তুলেছিল সেই উৎসবপ্রতিমা,
খর জাহ্নবীর তীরে
আদিম রঙের লাল দেবতার দিকে একা
দূরশ্রুতি রক্তে নিয়ে খুঁড়েছিল পৃথিবীর বুক,
নীরবে সম্মুখ থেকে স্বেচ্ছায় পালিয়ে
পাতালের তিক্ততম মোহে ভুলে, ডুবে
তুলেছে সে গাঢ় ঘোলা পাঁক

অথবা অবাক চোখে উষ্ণ
মোমের নরম ছাঁচ জমাতে জমাতে
নিটোল প্রেমিকাতুল্য জননীর মুখ
তার হাতে এসে যায়।
সে কি অন্ধ খনি থেকে
মাথার ঘামের বিন্দু পায়ে ফেলে
বেছে আনে শিলাবর্ণ ধাতু,
অতিরিক্ত যত্ন করে পুতুল বানায়?
দু' লক্ষ বছর পরে ছাদে
অলোক আগুনবর্ষী উল্কার পাথর খসে পড়ে
যেন শ্রেষ্ঠ শিল্পমূর্তি—
তার কারুকাজ কোনও নির্মাণের স্থান আর নেই,
শিল্পী কৈফিয়ত দেন না, দেওয়া অনুচিত।

অলীক জঙ্গল

বেপথু সবুজ নাকি এইখানে
খেলা করেছিল—
পড়ে আছে কাঁচপাতা
লঘু সূক্ষ্ম পাথরের ঝুরিফুল
ভগ্নাবশেষ।
নিখুঁত গঠিত মূর্তি
যেন এইমাত্র
শিল্প
শেষ টানে এঁকে রেখে গেছে
অকুণ্ঠিত বনের অলীক।
ঘুম ভেঙে জেগে দেখি
সারি সারি নাগেশ্বর গাছ
বিরাট অদ্ভুত বিজনতা
উজ্জ্বল নিস্তব্ধ ফুল—
চিরকাল এই চিরকাল।

কেন বা দেখালে বৃষ্টি
কেন হল হাঁটু অবধি জল
ডুবেছিল তরুধ্বনি
কবোষ্ণ প্রশ্বাসে মুগ্ধ সুপ্ত অর্ণনীল
দিকচক্র ভেঙে কাছে নেমে আসা
শুক্রগ্রহ বাঁকা হয়ে পড়েছিল
বনদেবতার চোখ. অধীর মৌচাক
অপাঙ্গে তরল ঝরে
ঝরে রানী মৌমাছির ভাঙা পাখা, হুল

সব ভুল।

টুং নামের সমধ্বনি

সায়াহ্নের হিমালয় ডানদিকে রেখে
আমি একা একা হেঁটে যাই—
দূরাচ্ছন্ন কুয়াশায় ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে
বুনো পাইনের বন
একটা পাথর থেকে আরেক পাথরে
নীরবে পিছলে পড়ে সবুজ মাখম
কতদিন ধরে জমা শ্যাওলার ঠিকরোনো আলো
জমকালো রাজছত্র কিংবা কত রঙবেরঙের
উলটোনো পাখির মতো গাছে গাছে ঝুলে আছে মস।

টুং জায়গাটা অবশ অস্বাভাবিক সমধ্বনি করে
আমার গভীরে টুং, টুং এই নাম
মিষ্টি করে দেয় রক্ত
হঠাৎ চলকে কেঁপে ওঠে
মস্তিষ্কের সাড় ভেঙে বাইরে ছড়িয়ে পড়ে বিরাট পৃথিবী।

চলতে চলতে রোদ পড়ে আসে—ঢেকে যায় সব
অন্ধকারে কালো গুহা
আচমকা ফসফরাস ঝরনা টেনে আনে
পাথরের বুক ভেঙে বহু নিচে পড়ে ভারী জল
মোহহারা অবিরল ঘুম
বুকচাপা পাহাড়ের দুর্বোধ আতুর স্বপ্নাবলী
কি যেন কি যেন কি অথচ...
রাত্রিবেলা হিমালয় কাঁদে কেন কেউই জানে না।
বৃত্তের মুখের কাছে পৌঁছবার আগে
দৃশ্য ভেঙে যায়
গ্রীক নাটকের স্তব্ধ নেমিসিস কাঁপায় আমাকে।

পাথরে মৌমাছি

সাদা চৌকো পাথরের গায়ে
জমে আছে অটুট মৌমাছি—
দূর বনে উপবনে এখনো কি রঙ থেকে গেছে!
গাছের ঘোমটা চুঁইয়ে
টিপটিপ করে রশ্মি নামে
মায়ের ওড়ার গান মনে পড়ে
মেধাবী রোদ্দুর
নীলচে মৌচাক ভেঙে
ফোঁটা ফোঁটা ছায়া ঠাণ্ডা মধু
নিঃশব্দে গড়িয়ে যায় আলাদা পৃথিবী।

বৃষ্টির পাতারা ঝরে আনমনে
নভোচুপ আবছা করবী
সাড়া দেয় যেন আছে বিদেশ, গুঞ্জন
অব্যবহৃত কথা পাথরের একটু মৌমাছি
ভাসে সুতোহীন হাওয়া।

এর নাম কৃতঘ্নতা

ছোট ছোট নীচ কাঁটা গায়ে একবার বিঁধে গেলে
ভিতরের দিকে তাকে টেনে নেয় ত্বক,
অস্থিমাংসমজ্জা আরো সযত্নে লালন করে বিষ
হঠাৎ পচনশীল ক্ষত ফুটে ওঠে।

স্বপ্ন নয় মৃত্যু নয় সহিষ্ণুতা সে বড় পামর,
তার চেয়ে চাবুকের দাগ ভালো
অন্ধকার কুঠুরিতে পাথর ভাঙাও ভালো
জলহীন অনাহারে রোজ তিলে তিলে
অতিকায় ঘোর লাল বীভৎস চাঁদের অব্যর্থ শিকার হয়ে ওঠা।

ভুলে যেতে পারা ভালো, আমি বুঝি না তা?
ভ্রষ্ট উপহার স্মৃতি দেহহননের মতো পাপ
রন্ধ্রে রন্ধ্রে অভিশাপ এত কষ্ট কেন!
নিশ্বাস ভাসিয়ে দিয়ে পাখিছোঁয়া দুপুরে কখনো
আঃ কি আরাম কি করে বলতে হয় জানে কেউ?

এর নাম কৃতঘ্নতা, এর নামই সাক্ষাৎ নরক,
চোরকাঁটা পেলে ত্বক বিষবাষ্প পেলে শ্বাসনালী
জীবনের দিকে ঠিক আগে টেনে নেয়।

সাদা জ্যোৎস্নায়

হা হা করে পথ এ যে কতদূরে এসে
বনজুঁই গাছ পুরোনো পুকুরে
শ্যাওলার দাগধরা একা রাজহাঁস
নিদুলি বাতাসে ডুব দিয়ে ভেসে ওঠে–
ফুলের ঝাপটে মুখ ধুয়ে নিই,
কত উঁচু দিকে দেখি
সবে ঠোঁটচ্যুত গান ফোঁটা ফোঁটা
সাদা রঙ ঝরে পড়ে।

কি যে সাদা সে কি হাসির শব্দ
মাতলা নদীর চুপ টলটলে বালি
পাড় ধসে স্রোতে ঝপ করে ভেঙে
ডুবে যাবে নিঃশেষে।

হালকা মেঘের পাখি উড়ে যাওয়া
যেরকম দূর জলে
তেমনি তুমিও
এই ভেবে আমি ঘোর হঠকারী
মাতাল পাথর ছুঁড়ে ফাটিয়েছি
চাঁদের নিরালা ডুম।

চোখ তুলে দেখি মাঠের শূন্য
বাড়ি নেই কেউ নেই
ভুলে গেছি আমি ভুলে গেছি
কাঠফাটা খাঁ খাঁ জ্যোৎস্নায়।

লাইফ ম্যাগাজিনের সামনে দেবাশিস

যে কোনো বন্ধুর চেয়ে বেশী প্রিয় তুই দেবাশিস,
মিলিটারী ধরনের ভীষণ রোখালো
সোজা সোজা দাগ কাটা সীসে সাদা শার্ট
জেব্রা ট্রাউজার্স পরে চিলেছাদে লাফিয়ে উঠিস
দেওয়ালির দিনে
সামনে পিছনে পাশে লাখ লাখ পিদ্দিম জ্বলে
দম দেওয়া সাবালক সাহসী পুতুল
        স্বচ্ছ গির্জার মতো ফানুস ওড়াস
পর পর জেবলে যাস
মশাল তুবড়ি বোমা রঙচরকি
ফুলঝুরি খেলা করে তোর হাতে পায়ে
মনে পড়ে যায়
এরকম দেখেছি তো আমারই অর্ধেক
সায়ন্তন, আলো, ঘূর্ণি মিশে যাচ্ছে তোর রক্তে, মোহে
মিশ্রণের আদিযুগ থেকে।

এত ছটফটে তাজা তোর কাঁচা মুখ
কখ্খনো অবসাদ অসুখ করে না
সুগঠন ঢেউখেলা স্থলপদ্ম রঙ
দু'ঠোঁটের ফাঁকে তোর জ্বলে ওঠে
হাসি, সিগারেট
ঘুম পরীদের স্বচ্ছ নেট তোর ত্বক
সুস্থ জানুসন্ধি থেকে হাওয়ায় উড়তে থাকে
ইউক্যালিপটাস, ভেনাস, বসন্তকাল
টুসু গান, সাঁওতালী লাল।

আমাদের একসঙ্গে হঠাৎ দেখলে লোকে বলে
আমার দু'চোখ তোর চোখ,
আর যাই হোক
ওরকম সত্যি সত্যি মিষ্টি চোখ পৃথিবীতে একমাত্র তোরই
পূর্ণিমা ভেঙেছে ভরা কোজাগরী পড়ছে গড়িয়ে।

তোকে দেখে সম্রাটিতা, জন্মজন্মান্তর মনে পড়ে—
আধখানা তোর মুখ আমার মুখের মতো ছিল
এখনো হল না এক,
চেয়ে দেখ, তুই কি বলিস,
রঙচঙে লাইফ-এর বড় পাতা উলটোতে উলটোতে
উত্তর দিবি দেবাশিস?

চুম্বনের সময়

হাওয়ায় ডুবতে ডুবতে
অবাক আচ্ছন্ন পাতা চোখ মেলে তাকাতে পারে না

যখন একটু দূরে কোনাকুনি বেঁধে লাল আলো
তখনো বুঝি না ঠিক দু'চোখের পল্লবে জোরালো
কি লুকিয়ে রাখ,
আমাকে কোথায় ডেকে নিয়ে ছুটে গেছ
দৃশ্যদৃশ্যান্তর শুধু তুমি
আমি তো জানি না ভালো ছটফটে শরীরটি কার অনুগামী
তবু দুঃসাহসে কাছে যাই

হঠাৎ গ্রীবায় দীর্ঘ সাতটা চুম্বন পর পর
লঘু ফিসফিস কাঁদে অর্থহীন কথা
তুমি ভারি কৌতূহলী কে তোমাকে অনুযোগ করে?
গলাটি জড়িয়ে ধরে ফুলে স্নান করি পিয়াশাল
আমার সবুজ ঘেরে
লাল
সবে মিষ্টি গন্ধময় বন্য ফলগুচ্ছের নিবিড়।

বিবাহ

বিকেলবেলার শান্ত রঙবেরঙের গেরুয়া উড়ছে চারিদিকে
বৃষ্টিলতা কেঁপে ওঠে মেঘের পল্লব
দেবকমণ্ডলু থেকে কুলুকুলু নীল দুধ বয়ে আসে
হৃষীকেশ, কনখল, কেদারবদরিতে
উদাসীন বড় বেশী নিঃসঙ্গ গম্ভীর
শিখরের দিকে একা চলে গেছে হিমগিরি
দুটি জটাজুটধারী গাছ যেন মগ্ন তীর্থযাত্রী
সবুজ কাঞ্চনভেজা ধাপে ধাপে উঠে যাচ্ছে
আকাশের কাছে।

পদচিহ্নহীন সেই ত্যক্ত পথে এখানে ওখানে
হরিদ্রাভ বড় বড় স্তব্ধ বেলফল ঝরে পড়ে
শিবলিঙ্গের মতো শীতল ভাসিত চাঁদ
নেমে আসে গোধূলির আগে
ওঙ্কার রঙের আলো নারী ও পুরুষটিকে
উলুধ্বনি দিয়ে ডাকে বনের গভীরে
এত দূরে এলে আর কিছুই থাকে না—
এখানে ত্বকের শেষ আবরণও ভেসে যায়
স্নিগ্ধ গঙ্গাস্রোতে।

ক্রমে তারা লুপ্তপ্রায়
মেয়েটির কাঁচা সিঁথি আলো করে
ফুটে ওঠে সন্ধিলগ্ন, জ্বলৎ সিঁদুর।

কোজাগরী

রৌপ্যধ্বনি নিশ্ছিদ্র তরল ভেসে যায়
পানলতা ঘন জট খুলে
সহসা মনের ভুলে লক্ষ্মী কি এলেন,
তিলফুল
নিজের চোখের অত স্নিগ্ধ সাদা দেখে
লোভ করে আমাদের ক্ষেতের বাড়িতে?

সবে রূপ পাওয়া চাঁদ মিলোনো আবছা সূর্যচ্ছটা
মেঘার্দ্র হালকা তারা
কেউ কি তুলনা দিতে পারে?
সেদিকে তাকাবে গাঢ় এমন দর্শন আছে কার!

আলতা সিঁদুর মাখা নরম পা অলৌকিক ডৌল
যে দেখেছে সে-ই বলে
স্তনের নিবিড়ে তাঁর সেরকম ফিকে ভোর-আভা
স্নেহ দুধ মধু শরীরতা—
মুখ রেখে ভেসে যাই
নদীজলে ভারি চুপচাপ
স্পষ্ট চিহ্ন আঁকা গোল ভরা ঘট
বিরল নিভৃতে।

কৌমারপালক

গালবের বরে আমি মাধবীর মতো
দায়হীন স্পৃশ্যতার পরে রোজ
আবার কুমারী।
সদ্য যৌবনের স্নিগ্ধ স্পর্শ দাও
গ্রীক ভাস্কর্যের গাঢ় ঢোলহীন গান,
বরং রক্তধারা টান দিয়ে বার কর
উগ্র তীক্ষ্ণ সিরিঞ্জে নিঃশেষে
কামড়ে ছিঁড়ব মহাধমনীর মুখ
আদর জীবনীশক্তি যত পারি অফুরন্ত
ঊর্ধ্ব তোড়ে ঢেলে দেব নতুন শরীরে।

কি তোমার খেদ এতে?
রাজা ঈডিপাস তুমি নও
মায়ের চুলের সূক্ষ্ম
সুডৌল সোনার কাঁটা নিয়ে
চোখ অন্ধ করবার
নিছক শৌখিন মিথ্যে খেলাধুলো
একটুও পছন্দ করি না।
আমার এমন ত্বক প্রিয় লজ্জাস্থান
কি থাকতে পারে আর
কৌমারপালক বল পুত্র,
আজ অবধি যা তুমি দেখ নি?

জরৎকারু

আমি তো ভাবি নি কেউ স্থির বৃষ্টি দেবে
আমি তো ভাবি নি কেউ এত বৃষ্টি দেবে
সে কেবল চেয়ে থাকে আমার মুখের দিকে একা
কোনোখানে শব্দ নেই
তরল কান্নার নদনদী
চুপ, আচম্বিত শান্ত
ছবি ভেঙে একফোঁটা রেখাও ঝরে না।

যেন মূর্ত অলীক দেবতা
গভীর মধুর স্নিগ্ধ চপলতাহীন
নিভৃত অঙ্গুষ্ঠে তাঁর আমাকে ছুঁয়েছে
মাদক বিহ্বল সিঁথি রক্তিম নিশ্বাস।

স্তবস্তুতি করতেও ভয় পাই
যদি ধ্যান ভেঙে যায়
প্রিয় জরৎকারু যদি ফেলে চলে যান
বালিকাসুলভ ভালোবাসা
সস্নেহ তাচ্ছিল্যে ত্বকে তাই ঢেকে রাখি।

কুসুম কুসুম মধু

কেন অত বড় জানলা,
কেন অত লুকোনো সবুজ ত্বক উড়ে গেল কাল রাত্রিবেলা?
পৃথিবীর চেনা কোনো ছোট ঘর নয়—
সূর্যের গোলক গান হয়ে ঘুরে ঘুরে গড়ে ওঠে
বুনো কোনারক।
না, না, ভারি মেঘ ছিল, তুমি বলেছিলে
মেঘের অস্থির মেঘ সজলপ্রিয়তা
রাস্নালতা জড়িয়েছে সূক্ষ্ম স্নায়ুপাশ
নিশ্বাসে চিনির ঘন ঘ্রাণ।
তোমার মুখে কি ছিল
ভেনজুয়েলার সবে মৌচাকভাঙা কুসুম কুসুম মধু,
না চোখের জল?
ভিজেছে দেখ না গাল, বুকছোঁয়া চুল
আজন্ম ব্যাকুল করে আছ।

ডুবন্ত আকাশ নীল অরেখ জানালা
স্বপ্নের চেয়েও স্বর্গহীন
কেন তুমি ভয় পাও পড়ে যাবে ভেবে
ফিসফিস করা ঠোঁট চেপে ধর
জিভে ও অধরে।

চাঁদ নেই ছায়া নেই
দূর দূর পুঞ্জ পুঞ্জ কতদূর তারার হিমানী...

ক্লিওপেট্রার জাহাজ

একছুটে চলে গেল বালিকা মেয়েটি
মিহি রিমঝিম চুল
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে জ্যোৎস্না কাঁদে স্বপ্নে প্যাপিরাস বন
উজ্জ্বল ঢেউয়ের কোলে
সারারাত টুপটাপ টুপটাপ
সাদা ফুল থৈ থৈ ভাসে।

অলিভ পাতার মতো উড়ে পড়ে
একটি জাহাজ
রত্ন টলটলে ক্লিওপেট্রা
আধোঘুমে মুগ্ধ হয়ে আছে
আর্দ্রা নক্ষত্রের আলো সারা গায়ে মেখে
আকস্মিক ভূমিকম্পে পলিমাটি ফেটে
রঙচঙে পাথরের স্তর ঠিকরোয়
পুঞ্জ পুঞ্জ ফসফরাস তোলপাড় করে হাওয়া
ওসিরিস দেবতার খেলার উৎসব।

খালি পায়ে খোলা চুলে পাগলী মেয়েটি
হাত উঁচু ছুটে যায় এখন যুবতী
চলন্ত জাহাজে উঠে পড়ে
সমুদ্র ঘূর্ণির স্রোতে একা ভেসে যায়
ভরা চাঁদ নেমে আসে
মাথার উপরে তার নিরালা মুকুট।

সব ফুল তার

বুঝবে না কোনোদিন
কেননা আমি তো মর্মে মর্মে বোঝাতে পারব না—
পৃথিবীকে আমি যত ফুলের মুকুট হেলিয়ে প্রণাম করি
এই যুবতীর যত চুমুর মৌচাক
যত বিন্দু বিন্দু মিষ্টি হুল
যুবকের কোলে বসে সেতার ঝঙ্কার
যত টুপটুপ টিলমিল
দমবন্ধ সর্বস্ব আদর
তোমার, তোমারই শুধু।
চণ্ডাল ব্যাধের গায়ে মোহমুগ্ধ তীর
ব্যাজস্তুতি,
পুজো পুজো খেলা যে শিবলিঙ্গকে নিয়ে
এই বাগানের সব স্তূপ স্তূপ শুকনো তাজা ফুল
তার কাছে ঝরে
ফাল্গুনের ভোর-সন্ধ্যেবেলা।

সৌর প্রথাহীন

হৃৎপিণ্ড উথলে আসে কণ্ঠাগত
ঠোঁটের ডগায়,
প্রথাহীন বেগবান রক্তধ্বনি জীবনে প্রথম
লুকিয়ে রাখতে এত লোভ।
সে যখন বিহ্বল শিশুর চোখে বলে—
"আমি মরে গেলে বেঁচে থেকো,
      পৃথিবীকে দেখো"
শিরীষ ফুলের মতো গালে তার
টোকা দিয়ে খুব ঠাট্টা করি
ঐ প্রবণতা জন্মসূত্রে আছে, তাই
আর বৃথা উসকে তোলা অনাবশ্যক।

টকাটক শব্দ হয়
নিজের অজান্তে দ্রুত লিখে ফেলি আকুল নির্দেশে
মরা তো দূরের কথা,
তার মৃত্যু হতে পারে এ কথা ভাবলেও
প্রাণহীন প্রেতাবিষ্ট পড়ে যাই
একা
অসূর্য শূন্যের শেষ দেশে।

সুস্থ হন তিনি

তুমি ভাবো যত্নের অভাবে
বহু পাত্র ভেঙে গেছে
ছ' বছরে কিংবা তিন দিনে।
তুমি তো জানো না আমি কত যত্ন করি
এ আমার রোগবিশেষ
সোনার ঘটিও
স্নিগ্ধ রঙের পালিশে
স্বচ্ছ করা প্রতিদিন।
কেন তবে বারবার ভেঙে যাবে
এত তেজস্ক্রিয় সে কি সূর্যের অসুখ
অহরহ ক্রূর আলো চির-মাথা-ধরা?

আমারই কি দোষ শুধু?
নাকি আত্মসুখী স্রষ্টা টেনে নেন লোভী
কেবল নিজের জন্য দুর্লভ নির্যাস
যেমন প্রশ্বাসবায়ু আলোকিত করে দেয়
শরীরের ডালপালা, ক্ষুণ্ণ ফুসফুস
সেরকম সুস্থ হন তিনি
আমার জীবনদানে
প্রেমে।

উৎস অবৈধ

কত জন্মে যোগ্য হব,
কত শক্ত চেষ্টা আর চাই?
প্রাণশক্তি কেঁদে ফেলে
ভ্রষ্টতা রক্তের ফাঁস দ্রুত খুলে যায়
আঠায় জড়ানো চোখ
অশ্রুপাতে এখন অক্ষম।
পঙ্কদহে ডুবে যাচ্ছি গভীর ক্রমশ
আরো গূঢ় আবিলতা
নিশ্চল নিশ্চুপ ঘন জল।

তবু কি গ্রাহ্য করি!
হয়তো সূর্যের আমি অবৈধ সন্তান,
যত অসম্মানে গেঁথে রাখো
তবু ঐ জন্ম-উৎস
প্রথম আহ্নিক স্থির হীন বৃত্ত থেকে নিয়ে যাবে একদিন
সৌর নিরাকাশে।

কুসুমকাননে

অতিজাগতিক নীল শিশিরের ফোঁটা
তার স্নেহ কেরোসিন তেল মগ মগ জ্বলন্ত আগুন
আচমকা সারা গায়ে ঢেলে দিয়ে
স্টোভ বার্স্ট
চরম দাহ্যতা দেখে পাশে বসে হেসেছে নীরব

পাগলা কুকুর কুড়ি হাজার ফুলের হিংস্র টব
চারদিক ঘিরে গান গায়
পোড়া লাল মাটি ফেটে
শিকড়বাকড়সুদ্ধ ছেয়ে ফেলে গাঢ় বিষ-মধু

মধ্যমযৌবনে আমি, আহা
কুসুমকাননে বন্দী।

সবুজ কলঙ্ক

অনেক দিনের পোড়ো পুকুরের মধ্যে
তুমি ডুবে ছিলে পাথর,
তবু গায়ে একফোঁটা সবুজ কলঙ্ক লাগল না,
এতই নির্দোষ!
শ্যাওলার রোম, কলমিফুলের দাম কি
তোমাকে ভয় পায়
মাছের ঠোঁটে হঠাৎ ঠিকরোনো জলকণা?

আমি আশ্চর্য হয়ে দেখি
সাদা
ধপধপে সাদা
মরুভূমির বালির কিংবা
চাঁদের ত্বকের মতো শীত-সাদা—
কোথাও এতটুকু ছায়া পর্যন্ত নেই,
চোখের পাতা পুড়ছে
হা হা করতে থাকে চারদিক,
আমার শরীরের সমস্ত অশ্রু
রক্তের শেষ জলবিন্দুটুকু
আছড়ে পড়ে তোমার গায়ে।

তোমার মতোই আমি এখন শক্ত, স্পন্দনহীন
কিন্তু অন্যরকম;
আমার সারা দেহে
লুব্ধক তারার কেমন সুন্দর ঠাণ্ডা
নীলচে আভা
ক্রমশ গাঢ় হয়ে আসছে।
জল, শ্যাওলার রেশ, পানার সুতোর মতো
অবিকল নেই আমি আর,
তোমার বদলে দেখ রঙ পালটে নিয়েছি।

আদিম ভাসান

বাড়িটি গিয়েছে উড়ে বসন্তের ঝড়ে
ক্লাউনের টুপির মতন;
তুমি তো মৌমাছি নও
ফের ডাকবাংলোর কার্নিসে
গোল করে বানাবে পৃথিবী।
তোমার আকাশ নেই
তোমার তাঁবুও নেই
আছে শুধু অস্পষ্ট বৃষ্টির মতো গাছ—
তুমি নৌকো ভাসাও অন্তিম
মেঘলা কাজললতা শাখা উপশাখা থেকে
নেমে যাও
সূচ্যগ্র শিকড়ে।

থৈ থৈ চুপ জল
শূন্যতা রঙের ডুবো ছায়া
জানু ছুঁয়ে যে তোমার
তুমি তাকে মাটি ভাববে না?

সেণ্ট পলস্‌ গির্জার চাঁদ

ঘাম ও ধুলোয় মাখা স্লেজগাড়ি উলটে গেল
হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে চলতে লাগল ছুটে
টানা ঢালু গড়ানো রাস্তায়।

খুব আস্তে আস্তে থেমে আসে
নিথর প্রদেশে ঘুম
যেখানে বনের মাথা তরল শান্তিতে ভিজে আছে—
স্থির সাদা তীক্ষ্ম সূচীমুখ
পাশাপাশি গির্জার মতন গাছ,
একটি চপল পাখি এমন কি মৃদু ঝিঁঝিহীন
তরুণী স্তব্ধতা মনে মনে ভয় করে,
মুদিত পাথর সুপ্ত বড় বড় মোটা মোমবাতি
বা সাদা পদ্মের তোড়া
ধূপদানিটির রূপে রূপ
গভীর নিশ্চুপ।

গেরুয়া পরুষ হ্রস্ব চামর ঝুলছে পর পর
খাপছাড়া মগ্ন গাছ থেকে,
বিকেলে নিঝুম স্নিগ্ধ ঠাণ্ডা বাতাসে উড়ে যায়
সন্ন্যাসীর নিভৃত কাষায়
শান্ত সুকঠোর মুখ
অথচ পায়ের কাছে দাঁড়ালে সৌকর্য আর্দ্র লাগে।
নীরন্ধ্র গেরুয়া রঙ চুঁইয়ে নামছে সোমরস,
কালভেরী পেরিয়ে একা হেঁটে আসা ঈশ্বরপুত্রের রক্ত, তালে
বড় ভালো লাগে আজ এখানে ঘুমোতে
ক্রমাগত ইলেকট্রিক চাবুকের পরে ভালো লাগে
এখানে অজ্ঞান হয়ে যেতে।

মেরীর নোয়ানো মূর্তি দূরে ঐ মায়াবী পাহাড়
সকরুণ ফিসফিস কোল পেতে আছে
অর্পিত নিশ্বাস কণ্ঠস্বর

ঈশ্বরপুত্রের ওষ্ঠ বনের মাথাকে স্পর্শ করে
আমার অবচেতন
সেণ্ট পলস্‌ গির্জা ছুঁইয়ে ঢং ঢং
সুডৌল মসৃণ চাঁদ বেজে ওঠে
সারা বন ধরে ঘণ্টাধ্বনি।

আপেলকুঁড়ির গান

চোখের তারা বদলে নেব আমরা দুজন
বদলে নেব খুশি
তোমার পায়ের আঙুল থেকে ঠোঁট অবধি
উপচে পড়া ছেলেমানুষি চুমুক দিতে চাই,
মাখমজমা আপেলগাছ ঐ শরীর তোমার
চাউনি আপেলকুঁড়ি
ঈদের চাঁদকে টেক্কা দিচ্ছে নীল চাঁদোয়াল ঘুড়ি।

ভিতর দিকে নৌকো টানে পাড়ভাঙা সাইক্লোন
দাঁড় ভেসে যায় অন্য দেশে
নেই দাঁড়ি নেই কমা
তুমি নিখুঁত হাতির দাঁতের উড়োজাহাজ—
ভুল উপমা?
খাকী সবুজ পোশাকপরা জঙ্গী জোয়ান পুতুল
তেমনি টসটসে দুই গাল
পোষমেলাতে দিন দুনিয়া ওলটপালট
এবং নিজেও নাগরদোলা
পাগলাঝোরা আলোয়
টালমাটাল।

শূন্যে বাতি নেই

বিপজ্জনক কাছে এসেছিলে ২৫শে এপ্রিল,
এখানে তো হাওয়া নেই এই সেপ্টেম্বরে
শূন্যে বাতিটির মুখ চাপা
আমি সব জেনেশুনে ফিরে আসি
ঢুকি বনদেশে
ঝরঝর ভাঙি ফুল ডালপালা
শুকনো সঙ্গীহীন পায়ে হেঁটে যাই
যেখানে দুশ্রু নদী
ছলছল করে চোখ সমস্ত শরীরে,
আমাকে বলে না কিছু আমাকে ডাকে না কাছে
আমি অকারণে জলের পাথর ছুঁড়ি
রুক্ম স্রোতে
দু'হাত ডুবিয়ে দেখি রক্ত লাগে কিনা।

তারপর
শম্বর হরিণ নামে ঢালু সুড়ঙ্গের বোবা বুকে
বন্দুকের মতো সরু অন্ধকার
এখানে ধরে না ছবি
এখানে ধরে না স্মৃতি
আবলুস গাছের ঘন ছায়া।

গুলির গতিতে তুমি ছুঁড়েছ আমাকে
মরা ঘাসে পরিত্যক্ত নিরুন্মেষ পাথরের গায়ে
গেঁথে আছি বিপজ্জনক।

দেবীমায়া

হালকা খয়েরি মেশা পুরোনো সবুজ ভাঁজ
পাথরের একটি পল্লবে
তোমার মুখের ছবি আঁকা, সন্ন্যাসিনী
দিকে দিকে তাম্র-নীল লালচে হরিৎ
ধোঁয়াটে শ্যামল গাছপালা
কত রঙবেরঙের উজ্জ্বল কাষায়
ওড়ে স্নিগ্ধ বনস্থলী থাক থাক গভীর পাহাড়ে
কোমল রুপোর শান্ত উড়ন্ত মন্দির
ডান হাতে দুলে ওঠে ভরা কমণ্ডলু।

হৃষীকেশ, কনখল, দেবপ্রয়াগের
জাহ্নবীর নীল দুধ কুলকুলু গান
সামনের দিকে বয়ে যায়—
দীর্ঘ লোকালয়হীন হিমাচল, আরো বহু দূরে
ওঙ্কারধ্বনির মতো তার একটানা স্তব্ধ ধ্যান
ছুঁয়ে থাকে শুধু সারাদিন।

লক্ষ্মীডুবি দীঘি

কুবের দিঘির ঘাটে ডাহুক পাখিরও ছায়া নেই
মেঘ, হাওয়া, রোদ্দুরের গুঁড়ো শুধু উড়ে উড়ে পড়ে
পাখনায় কাঁপে না রশ্মি
বোকা মাছ পদ্মের নৌকোয় বাসা বাঁধে
চারদিক চুপচাপ।

নির্জনতা ফেটে
ঝমঝম ঝমঝম মোহরের ঘড়া
অবাধে গড়িয়ে আসে
ঘূর্ণিটানে
চোরাকুঠুরির শেষ থেকে
থোকা থোকা ধাতুমুদ্রা ঢেকে দেয় জল।

'ছোট বৌ স্নান করতে আয়'—
ঝুপ করে ডুবে গেল
এক কুনকে বাসমতী চাল
পিটুলি বাটার রঙ গলে যাচ্ছে আবছা চিবুক
দুটি দেবীভুরুর তলায়
টানা টানা শাঁখ বেয়ে গড়ায় অঝোর অশ্রু
সমস্ত পুকুর ঘোরে তোলপাড়
উথলোয় অহনা ঢেউয়ের শূন্য।

নিচুদিকে শুধু
ভারী, মোটা সোনার রশির মতো খোলা চুল
টানে
টানে
টানে।

দূশ্রু নদী

মূর্তির মতো ছায়াকে তোমার
টেনে নেয় হাওয়া ভেঙে ফেলে হাওয়া
পড়ে থাকে শুধু রুক্ষ নদীর নীল।

পাহাড়ের গায়ে এফোঁড় ওফোঁড় তরতরে সরু বল্লম
ফোঁটা ফোঁটা ঝরে মাটিতে শূন্যে
নতুন মেঘের চূর্ণ।

হাঁ করে রয়েছে যেখানে পৃথিবী
ঝুঁকে দেখি সেই ফাটলে
কত নিচুদিকে খাদ নেমে গেছে
গা হিম করে যে বর্ণ
ঝলকে ঝলকে নগ্ন পাথর
উঠে আসে ধাতু তোলপাড়
উৎসপ্রপাত ভাঙে অনন্ত
চোখের বাইরে দৃশ্য।

বারান্দা মৃদু নিঝুম প্রদীপ
একটি কি দুটি জোনাকি
দমকা আবছা ফুলের ঝাপটা
খিল খুলে দেয় আকাশের
টুপ করে নামে পাখির মতন বৃষ্টি
যা ভোলায় দিক ডেকে নিয়ে যায়
মূর্তির মতো ছায়াকে তোমার
টেনে নেয় হাওয়া ভেঙে ফেলে হাওয়া
পড়ে থাকে শুধু রুক্ষ নদীর নীল।

লতাপাতা বাড়ি

সাদা জবাগাছে এসেছে নতুন কুঁড়ি
একফোঁটা ফুল তাকাবে নির্নিমেষ
বিভোর মাটিতে যেই জল ঢালা শেষ হয়ে গেছে ভাবি
অমনি শিশুর হালকা জিভের মতন
পাতার টুপুর ঠোঁটের মধ্যে থেকে
ওথলানো বনজ্যোৎস্না হঠাৎ সামান্য উঁকি মারে।

লতাপাতা রঙে জড়িয়ে ধরছে
মূল শিকড়ের আঠা
ভাঙা মৌচাক অঝোর রেখায়
অসংখ্য তারাফুটকি যেমন সমুদ্রে ভেসে আসে
কি আছে এমন
আমি বন ছেড়ে শুধু ছুটে ছুটে
খোলা বাগানের দিকে।

বারুণী

স্বাতীদি ভাবেন আর এমনটি পাবেন না,
কত চাই?
পোষমাসে শান্তিনিকেতনে
কেন্দুলির জমাট মেলায়
টসটসে রাঙাগাল পুতুল সুনীল সাদা লাল
বেগুনী গোলাপী সব ঢালা পড়ে আছে।
পারস্যের বুলবুল
কলকল দিনরাত ঐ মিষ্টি গান
যদি শুনতে চান চলুন আমার সঙ্গে
আফ্রিকার জঙ্গলে কি অন্তত সুন্দরবনেও,
কত বাজি?
না, না, অত কষ্ট করে যাবার দরকার নেই
টেপরেকর্ডার নিয়ে হাজার পাখির ঝালাপালা
হুবহু নকল করে আনি
একটু হুকুম শুধু পেলে।

জানি দেবী ধাপ্পা ভাবছেন,
ভক্তের হৃদয় লঘু পাদপদ্ম রাখবার
একমাত্র স্থান তাঁর এবং বিশ্বাস
তাই তিনি দু'বিনুনী নিজেই খোলেন—
প্রাণপণে টান দেয় কোমল লাগামে
স্বর্গের তুরগী যেন নিমেষে ছোটেন;
তাকে পিঠে নিয়ে উড়ে যান।
অতল ঝিনুক খুঁজে আর্ত চেষ্টা করে তুলে আনা
নিটোল মুক্তোর চেয়ে বহুগুণ দামী
দুটি চোখ যখন-তখন
মার্বেল খেলতে দিয়ে দেন।

দোলের উৎসবে রঙ খেলবার শখ হলে
বিনাবাক্যে কেটে দেন মহাধমনীটা—
"যত খুশি হোলি খেল"

আশ্চর্য, শরীর থেকে একটুও রক্ত বেরোয় না,
একফোঁটা নোনা অশ্রু নয়,
এ-জগতে যত নদী, সরোবর, পুষ্করিণী আছে
তার অবিরত স্নিগ্ধ জল বয়ে আসে—
কেবল সুনীল কেন
পৃথিবীর যে যেখানে আমরাও
মাথায় ঠেকাই,
দু' অঞ্জলি ভরে সেই বারি পান করি।

সূর্য পৌত্তলিক

স্বচ্ছ করো যে কোনো গোলার্ধের অন্য আলো
আমার মস্তিষ্ক
হৃদয়, স্তব্ধ হয়ে যেতে পারো, তুমি মেধারই মতো
লুপ্তসংকেত জলজ ঝাঁঝির
অসংখ্য নমনীয় ডালপালার মধ্যে মাত্র একটি।
বিষাদগাঢ় বিনুনী,
যতরকম সম্ভব প্রাকৃতিক নারীদের জন্মবীজ নিয়ে
যেমন সমুদ্রে খেলা করে পৌত্তলিক সূর্য।
যদি কখনো-সখনো মেঘ উড়ে আসে তা-ও ভালো
গাছের কোটরে পোকামাকড়ের
নিশ্ছিদ্র কুয়াশাপ্রবণ জট তৈরী হোক।

পারার চেয়েও আট হাজার গুণ ভারী
অতি নীল পৃথিবীহীন গূঢ়তায় ডুবিয়ে দাও আমাকে
সে পাখি হও কিংবা সক্রেটিস।
স্বপ্নবাসবদত্তা, কোয়াণ্টম থিয়োরি
সান ফ্লাওয়ার, রাগ পটদীপ
এবং অফুরন্ত ইত্যাদি
রোজ দুপুরবেলা আমি তোমাদের জন্য
দরজা জানলা খুলে বসে থাকি।

সত্যিই কি
মধ্যযুগীয় খৃীষ্টানদের মতো সব মেনে নিতে হবে আমাকে,
সান্নিধ্য পাব না আমি?
ও ফোয়ারা,
এরোপ্লেনের চাকার মতো ঘুরছ কেন অত—
টেনে নাও আমাকে টেনে নাও,
একটু থামো না হয়
অথবা দাও গতিবেগ অন্তত বুধগ্রহেরও।
আমার দেখা দেবার দরকার নেই
আমি দেখা পেতে চাই।

উন্মাদ সূর্য ও তরুণ গাছ

বালক পালিয়ে যাও ছুটে
রঙচঙে আগুনের গোলা
বল হয়ে ঘিরে ধরছে তোমার চারধার—
সার্কাসের সিংহ নও,
অগ্নিবলয়ের ধূর্ত খেলায় বাহবা পেয়ে যাবে!

ধুনোর সুগন্ধ চুলে, দু'ঠোঁটে চন্দন,
মৃদু ফাগ গুঁড়ো হালকা
একমুঠো সাদা জবা আলতো শরীর
পুড়ে ছাই হয়ে যায় যদি
তবে কার ভালো লাগে?

উন্মাদ সূর্যের বিষ-চুম্বকের টানে
হঠকারী পূর্ণিমার স্বচ্ছ চাঁদ
অন্ধ বেগে সামনে ছুটলে
অসুস্থ প্রলয় ছাড়া কিছুই ঘটে না,
তার চেয়ে দূরত্বের স্নেহ ভালো
আলোকের ছায়া।
উজ্জ্বল সজীব গাছ তরুণ দেবতা
তাকে দগ্ধ করতে গেলে
যত দহনীয় হোক,
অগ্নি কি চোখের জল সামলাতে পারেন?

বৈশাখে ময়ূর

তুমি বৃষ্টি ভালোবাস
আমি তাই ভালোবাসি রোদ।
বরুণদেবতা বন্ধু যেন
গোল ঠিকরোনো জলপুঞ্জ ছাতা মেলে দেন সূর্যের মুখের একপাশে
কেঁপে যায় সসাগরা হাওয়ার আদর।

হেঁটে যাই—
কত ঝাঁ ঝাঁ বৈশাখের লু বাতাস
লিচুর বাগান
মদির মন্থর সেই স্তূপ স্তূপ ঘোর লাল দেখে
শ্রাবণের দিগ্বলয়ে আলুথালু জটবাঁধা রঙের তরল মনে পড়ে।
দুপুরে অস্থির তাপে
পাহাড়তলির কোনো নির্জন বাড়ির
টিন-দস্তা ছাদ ফাটে—
ক্রং ক্রং গান হয়
তুমি জানো ওরকম ধাতুতীক্ষ্ণ ময়ূরের কেকা।

সমস্ত জলীয় বাষ্প শুষে অববাহিকার মতো
উজ্জ্বল নিঃস্বতা তুমি
ভালোবাসি
তাই এত গ্রীষ্ম ভালোবাসি।

অথচ এখন

বল্লমের মতো সূক্ষ্ম কুয়াশায় ভরে গেছে হাওয়া
হাওয়া কি আদিম কাঁটা, বেঁধে খোলা চোখে?
তবে আমি ছুটে চলি
ফুলবাগান আছে কাছাকাছি—
শীতের নষ্ট ছায়া গাছপালা ঢেকে দেয়
রুক্ষ কালো মোমে
শূন্যতাও নেই
যাকে
তোমার মূর্তি বলে ভাবি।

ছিলাম একলা বসে টেবিলের কিনারায়
আলপিন ফুটল এসে গায়ে—
উচাটন, তাড়াতাড়ি
ছবি বই খাতাপত্র হাতড়াই
মেহগনি গাছের আসবাব
ঘর তোলপাড় করি
দেশলাইয়ের কাঠি জেবলে আগুন ধরাই
তখন কেটলির ঘুম ভাঙে
শিসের ধ্বনিতে ভরে ভিতরের কুঠি—
আমি ফুটে উঠি
আমি ওলটপালট খেয়ে ঢাকনা সরাই
ডুবে যাই স্তব্ধ জ্বরে
জলস্রোতে
বারবার।

অথচ এখন..

শরীরে আকাশ

ছায়া পড়ে কি না পড়ে দৌড়ে যাই
ঝরনা হাওয়ার তোড়ে টুকরো টুকরো হয়ে
উড়ে যাচ্ছি—
পাখি নেই ধুলো নেই
কাচের পাতের মতো গাছ,
মুখ দেখব?
শীতের স্তব্ধতা হালকা যুবকের ওম মিশে আছে
আদিম সোনার সঙ্গে মেঘলা রুপোর গুঁড়ো।

আকাশ শরীর থেকে কে আলাদা করে?
আচ্ছন্ন বনের চোখ বুঁজে গেল
কুয়াশায় চাপা দিকপল্লব,
সমুদ্রে মাছের ছলছলাৎ সঞ্চার:
দূর অদৃশ্যপ্রায় চাঁদ।

পৃথিবী ফাটিয়ে যদি ডাকি
ফিরিয়ে দেবে না কেউ একফোঁটা ধ্বনি,
রক্তের গুঞ্জন শূন্য বাষ্প ভেসে যাচ্ছে
আমার পা ফেলবার আগে আগে
পিছনে রেশ না রেখে তুন্দ্রা সাদা পাখি
যেন তুমি।

আয়নার দেশ

এ দেশে আয়না বড় জটিল
বনের মধ্যে কুয়ো,
এত নিচু অটুট স্বচ্ছতা
পছন্দ করি না বলে
কঠিন পাথর দুটো চোখ ছুঁড়ে মারি—
সে কোথায় ডুবে গেল কে নিশানা দেবে?
অন্ধ করে রেখে গেলে
ও আমার উল্টো সৎ ছায়া
নিজের ছবিকে স্পষ্ট দেখব বলে কি
এত দূর তোড়জোড় করে ছুটে আসা!

আমার মতন মূর্খ ভেবে তাকে পাবে,
কাছে যদি না আসে চাক্ষুষ?
ওসব পায়ের নিচে ঘুরে যায়—
নক্ষত্রের মানচিত্রস্রোত,
যক্ষুনি মনে পড়ে
কচিকলাপাতা আলো চশমা জড়ানো
নীলচে দাড়ির সৌর আভা মাখা মুখ
অশোকের রাজমুদ্রা সম্ভ্রমে উজ্জ্বল চোখ
চেয়ে আছে আয়নার ওপিঠে—
সেখানে পৌঁছোনো আর এ জন্মে হবে না?

তবে কেন
কেন সব ভেঙে ফেলি
অনেক সুদূরে যাব বলে?
শূন্যতার চেয়ে
ওপর ওপর রুক্ম কাচ কত ভালো।

সবচেয়ে বন্ধু

শান্ত ঠান্ডা ঘুমপাড়ানী স্রোতে
আমার গোল নৌকোটি নিয়ে খেলা করতে করতে
রোজ কোথায় ডুবিয়ে দাও
রাত্রিবেলা তুমি
গভীর বনে মায়ের কোলে গাছেদের মধ্যে ঘুমিয়ে থাক।
মেঘের দল তোমার অযথা মন-কেমন-করা
আমি দু-চক্ষে বৃষ্টি দেখতে পারি না,
যে সবুজ সবুজ ঘোড়ারা তোমার গাড়ি টানে
ইচ্ছে করে তাদের সঙ্গে ছুট লাগাই।

রঙবেরঙের অতল পাথরগাঁথা ঝরনার কাছে
তুমি নিজেই আস
মানুষের প্রায় দেড়গুণ, ত্রিমাত্রিক,
তোমার চাউনি কাঁচা নীল পাতায় আঁকা
সমুদ্রজলে বালিতে এলিয়ে থাকা
গাছলতার তলা জুড়ে
অচ্ছেদ্য জট,
মুছে আসা প্রাণীদের আলতো ছায়ার চক্কর।

তোমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখলাম কয়েক সেকেন্ড
ঠাট্টার ছলে হাত দিলে আমার কানে,
তোমার সঙ্গে ছিল
প্রায় অদৃশ্য গোল তরতরে পাখা
আলোর চেয়েও সাদা আলোর চেয়েও তাড়াতাড়ি—
ব্রহ্মাণ্ড ছিটোতে ছিটোতে ঘুরছিল

আকাশদেশে ভেসে চলে যায় চারদিক
শূন্যের ওপরও নেই নিচও নেই
অলস ঘূর্ণিতে নির্ভার নৌকো
নৌকো
আরো নৌকো আরোহীবিহীন

কতদিন ধরে
এমন কি এখনও

সূর্য, আমি দেবারতি তোমাকে এইভাবেই...